কালী ফিল্মসের

ব্যথা—করুণ—মর্ম্মস্পর্শী—গীতিমুখর

পৌরাণিক চিত্র।

নরমেধ-যজ্ঞ

(ঋণ মুক্তি)

প্রযোজক—শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

শ্রেষ্ঠাংশে—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়,
শিশুবালা প্রভৃতি।

ইটালী টকীজ

২।৩, সাউথ রোড, মৌলালী।

মূল্য—দুই পয়সা।

১। গাগরী-ভরণে--গীতি-চিত্র।

গায়িকা--হরিমতী, রাধা—মায়া মুখার্জি,

শ্রীকৃষ্ণ—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

২। নরমেধ-যজ্ঞ—পৌরাণিক চিত্র।

পরিচয়-লিপি ঃ—

শ্রীবাস	তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
অনু	রাধারাণী
যযাতি	শরৎ চট্টোপাধ্যায়
কল্যাণ	শৈলেন চট্টোপাধ্যায়
যোগানন্দ	ভূজঙ্গ ভূষণ রায়
নারদ	নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য
উত্তম সেন	পার্ব্বতী চট্টোপাধ্যায়
ভিক্ষুক	যুগল কিশোর পাল
নহুষ	শৈলেশ চট্টোপাধ্যায়
ব্রাহ্মণগণ	অমূল্য রতন ভট্টাচার্য্য সত্যধন ঘোষাল
রাখাল বালক	সাবিত্রী
লক্ষ্মী	শিশুবালা
শ্যামা	শান্তবালা
নর্ত্তকী	প্রভাবতী
নিয়তি	বীণাপাণি
বিলাসিনী	রাণীবালা

নরমেধ-যজ্ঞ

— গল্পাংশ —

যযাতি সসাগরা ধরার অধিপতি হয়েও, যৌবনে বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। শাস্ত্র বাক্যে তাঁর আস্থা ছিল না—পিতার পারলৌকিক কার্য্যে তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল না—তাই তাঁর অভাগা পিতার স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়েছিল। রাজা বিলাসী, আত্মসুখপরায়ণ, মোহজ-সুখ-সচ্ছন্দতা নিয়েই সর্ব্বদা ব্যস্ত, রাজকার্য্যে কর্ত্তব্যবিহীন—কাজেই রাজ্য বিশৃঙ্খল, কর্ম্মচারীরা স্বেচ্ছাচারী। দারিদ্রের অভিযোগ অনুযোগ রাজার কাণে আসার উপায় ছিল না, প্রবল ধনীর পীড়ন দুর্ব্বল দরিদ্রকে নতমস্তকে সহ্য করতে হ'তো!

শ্রীবাস সেই রাজার প্রজা—দরিদ্র ব্রাহ্মণ, নিষ্ঠাবান। পিতৃশ্রাদ্ধে উত্তমসেন উত্তমর্ণের নিকট কিছু ঋণ করেছিলেন; মনে করেছিলেন কায়িক পরিশ্রমে পরিশোধ করবেন। প্রবলের পক্ষপাতিত্যে দরিদ্র তিনি, কাজ পেলেন না—ভিক্ষা সম্বল হলো, কিন্তু ভিক্ষায় ঋণ শোধ হ'লো না। উত্তমর্ণের অর্থই উপাস্য—তার ধর্ম্ম, অর্থ

কাম ও মোক্ষ সবই অর্থ। সে কুসীদজীবি। উচ্চ হারে দরিদ্রকে ধার দিয়ে ক্রমিক সুদের দায়ে, দরিদ্রের যথা সর্ব্বস্ব নিজের সম্পত্তি ভুক্ত করে নিত। হতভাগ্য শ্রীবাস তার কবলে পড়ে, সুদের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত, অবশেষে পৈত্রিক ভিটাটি পর্য্যন্ত হারালেন। তবু আসল শোধ হ'লোনা। তাঁর একমাত্র শিশু পুত্র ও স্ত্রীর হাত ধরে, চো'খের জলে, বাস্তু-ভিটার কাছে বিদায় নিলেন। সম্বলের মধ্যে রইল শিশু পুত্র অনু, লক্ষ্মীর মত লক্ষ্মী—অবলম্বনের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রাণ। গ্রামপ্রান্তে গাছতলায় পাতার কুঁড়ে তৈরী ক'রে বাস করতে লাগলেন। অতি কষ্টে দিন কাটতে লাগলো।

নহুষের স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ। প্রাণে অশেষ যাতনা ও অনুতাপ। দেবতাদের শরণ নিলেন। দেবতারা অল্পে তুষ্ট—নহুষকে উপদেশ দিলেন তার পুত্রকে অনুরোধ করতে, যেন সে নরমেধ যজ্ঞ করে, তা হলে নারায়ণ তুষ্ট হবেন—তাঁর স্বর্গের দ্বার মুক্ত হবে।

বিলাসী যযাতি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বারনারী নিয়ে উৎসবে মত্ত। এক দিন উৎসব রাত্রে, সুরা পানে অঘোর, নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন,

তাঁর বিলাস ও বিলাস-সঙ্গিনীদের স্বরূপ তাদের নগ্ন কঙ্কাল, তাদের তাণ্ডব নৃত্য! ভয়ে যযাতির ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিদ্রাভঙ্গে দেখলেন তাঁর পিতার প্রেতমূর্ত্তি, কাতর দৃষ্টিতে যেন তাঁর কাছে কি করুণ আবেদন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দেখতে পেলেন, নহুষের অন্তরের যাতনা, তাঁর অনুতাপ, তাঁর পুত্রের ওপর অভিশাপ। পিতার এই দুর্দ্দশা দেখে যযাতির হৃদয় ভেঙ্গে গেল। অস্ফুট কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "পিতা আপনার এই গতি"! পিতা উত্তর দিলেন "হ্যাঁ বৎস, তোমার পাপে আমার এই গতি। তুমি রাজা—রাজ কার্য্য ভুলেছ, তুমি পুত্র, পিতার প্রতি কর্ত্তব্য ভুলেছ, তুমি আর্য্য, ঋষি বাক্য অবহেলা করেছ—তাই তোমার পাপে আমার এই শাস্তি! পুত্র, মিনতি! সৎ হও, আমায় রক্ষা কর—ত্রাণ কর"। ব্যথিত যযাতি, এক মুহূর্ত্তে তাঁর অতীত জীবনের সব ছবি দেখতে পেলেন—তাঁর পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হলেন—পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন "পিতা! অনুমতি করুন কি করলে আপনার সৎগতি হয়।"

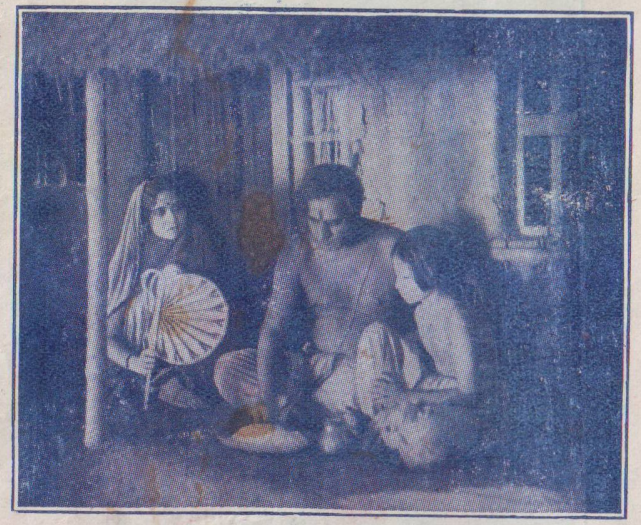

নহুষ দেবতাদের আদেশ তাঁকে জানিয়ে অন্তর্ধ্যান হলেন। ক্লান্ত ক্লিষ্ট যযাতি, সেই মধুর প্রাতে, মস্তিষ্কের উত্তাপ দূর করবার জন্য, উদ্যানের অপর এক অংশে এসে বসলেন। চিন্তা—দুঃসহ চিন্তা এখন তাঁর একমাত্র সহচরী। এতদিন যা ইচ্ছা তাই করেছেন—কিন্তু এখন যে তাঁর চোখ খুলেছে। কোন প্রাণে পিতা মাতার কোল থেকে, অষ্টম বর্ষীয় ব্রাহ্মণ কুমার, দরিদ্রের স্নেহের পুতলি, তিনি কেড়ে নিয়ে আসবেন! তিনি রাজা, আর্ত্তের রক্ষক, দরিদ্র-পালক, তিনি কেমন করে এত কঠোর হতে পারেন! পিতার স্বর্গের দ্বার মুক্ত করবার

জন্য, তাঁর রাজ্য, তাঁর সম্পদ, দেহ মন প্রাণ তিনি সবই দিতে পারেন। কিন্তু অন্য পিতা মাতা, অর্থের বিনিময়ে, কেন তাদের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে রাজার যজ্ঞানলে আহুতি দেবে?—তিনি তাঁর চোখের সুমুখে দেখতে পেলেন যূপ কাষ্ঠ ও খড়্গ—বিমনা হয়ে সেই দিকে দুই এক পদ গেলেন—তাঁর মস্তিষ্ক তখন বিকৃত—তিনি দেখলেন হাড়িকাঠ ও খড়্গ তাঁর পিতার কঙ্কাল মূর্ত্তিতে পরিণত হ'লো—মূর্চ্ছিত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন!

কল্যাণ রাজার মন্ত্রী। তিনি সত্যই রাজার ও রাজ্যের কল্যাণ কামনা করেন। রাজ-আজ্ঞায় বিলাস-সহচর ও সহচরীদের রাজদ্বারে প্রবেশের অধিকার আর রইল না। রাজা, পূর্ব্বরাত্রের সব ঘটনা কল্যাণকে বললেন।

ঘোষক যন্ত্রের দ্বারা রাজ্যে ঘোষণা করে দেয়া হলো—রাজা যযাতি নরমেধ যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন। একটী অষ্টম বর্ষীয় ব্রাহ্মণ শিশু বলির জন্য প্রয়োজন। শিশুর পিতা মাতা বা যে কোনও অভিভাবক বিনিময়ে আশাতীত অর্থ পাবে। রাজ্যের লোক কেউ শিশু দিলে না—দিলে রাজাকে অভিসম্পাত! কিন্তু হীনচেতা উত্তমসেন একে উত্তম সুযোগ বলে গ্রহণ করলে।

অর্থই তার উপাস্য—অর্থের জন্য সে যেতে পারে না এমন কোনও পাপের পথ নেই। সে তার দত্ত ঋণের সুদের দায়ে, অভাগা ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্বান্ত করে গাছতলা সম্বল করিয়েছে—শ্রীবাসের আসল ঋণ শোধ কর্‌বার অন্য কোনও উপায় নেই—থাকবার ভেতর আছে, তাদের তিনজনের উপবাস

ক্লিষ্ট অর্দ্ধমৃত প্রাণ। এইত সুযোগ এসেছে। একটী সামান্য ছোট শিশুর প্রাণের বিনিময়ে, যদি শ্রীবাস ঋণমুক্ত হয়—যদি সে ঋণ-নরকের হাত থেকে ত্রাণ পায়, যদি সে আশাতীত অর্থ পায়, তাহ'লে তার কি আনন্দিত চিত্তে অনুকে রাজার যজ্ঞে বলির জন্য বিক্রয় করা উচিত নয়?

মুক্ত বাতাসে, মুক্ত আকাশে, যেখানে শ্রীবাস, স্ত্রী পুত্র নিয়ে মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান মাথা পেতে নিয়ে বসে আছে, সেখানে এলো পিশাচ তার পৈশাচিক বৃত্তি নিয়ে, দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাথায় বজ্র নিক্ষেপ করতে। ফল—পিশাচ পেলে

লাঞ্ছনা। পাপের সহচর তখন ছলে বলে কৌশলে দরিদ্রের হৃদপিণ্ড অনুকে মা বাপের বুক থেকে টেনে নিয়ে গেল! রাজাকে যজ্ঞের বলি এনে দিলে। রাজার যজ্ঞ সার্থক হ'লো—তিনি পিতার কাছে "ঋণ-মুক্ত" হলেন। পিশাচ বিনিময়ে পেলে, রাজকোষ হতে বহু অর্থ।

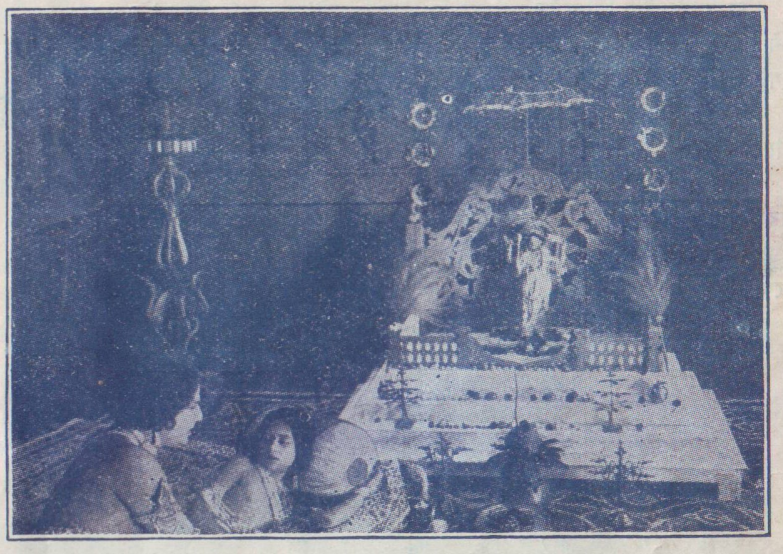

কিন্তু "নরমেধ যজ্ঞের" সত্যিকারের পরিসমাপ্তি কি এই? সত্যের ও ধর্ম্মের এই কি পরিণতি?

— শিল্পী-পরিচয় —

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে—কর্ণার্জ্জুন নাটকে কর্ণের ভূমিকায় ইনি অপূর্ব্ব অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে সমস্ত বাঙ্গলা দেশে প্রথম শ্রেণীর নট হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন।

চিরকুমার সভায় অক্ষয়ের ভূমিকাকে তিনি যে ভাবে প্রাণ দান করেছিলেন তাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রশংসা করেন।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজের (অধুনা কালী ফিল্মস্) সাবিত্রীতে দ্যুমৎসেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে—সুনাম অর্জ্জন করেছেন।

বিল্বমঙ্গলে তিনি ভিক্ষুকের অংশ গ্রহণ করে—অভিনয়ে ও সঙ্গীতে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন।

ঋণমুক্তিতে শ্রীবাসের ভূমিকায় তিনি অপূর্ব্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন।

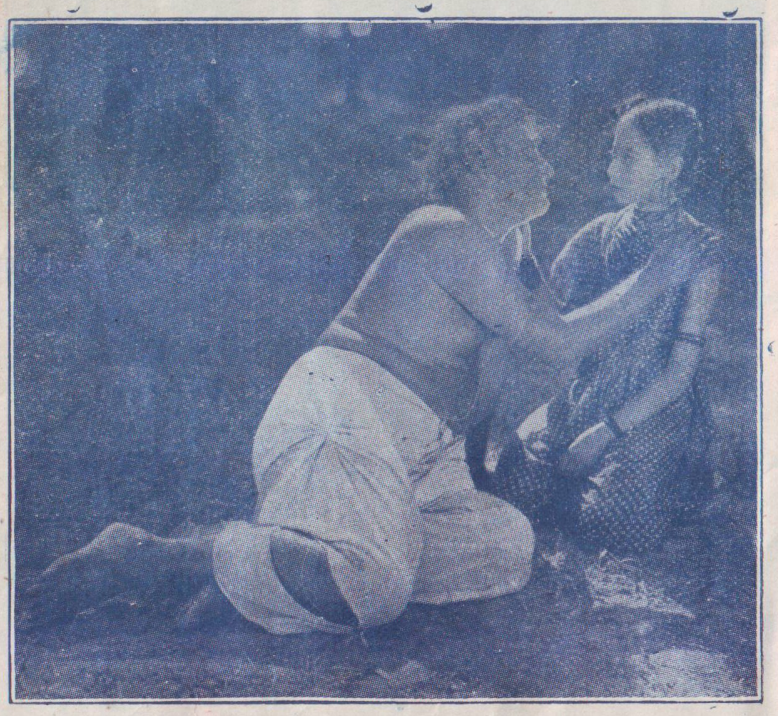

শরৎ চট্টোপাধ্যায়

ইনি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের খ্যাতনামা তরুণ নট। সম্প্রতি "শক্তির মন্ত্র" ও "বামনাবতারে" অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন রেছেন।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজের (অধুনা কালী ফিল্মস্) সাবিত্রী নামক মুখর চিত্রে সত্যবানের ভূমিকায় সর্ব্বপ্রথম চিত্রাবতরণ করেন।

সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের "ঋণ মুক্তি" চিত্রে যযাতির ভূমিকায় তিনি যে উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-কলা প্রদর্শন করেছেন তাতে তাঁকে সত্যই উচ্চ-প্রশংসার অধিকারী বলা যেতে পারে।

শিশুবালা

ম্যাডান কোম্পানীর ভেতর দিয়ে চিত্ররাজ্যে এঁর প্রথম প্রবেশাধিকার হয়।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজের (অধুনা কালী ফিল্মস) সাবিত্রী সবাক্ চিত্রে জয়ার ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁর মধুর কণ্ঠের সঙ্গীতে চিত্ররসিকদের মুগ্ধ করেন।

আলোচ্য চিত্রে তিনি লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করে যে আদর্শ মাতা ও পত্নীর পদান করেছেন—তাতে তাঁর কলা-জ্ঞানের প্রশংসা করতে হয়।

শ্রীমতী রাধারাণী

এই সুদর্শনা ছোট্ট মেয়েটি রঙমহলের "অশোক" নাটকে সুমিষ্ট কণ্ঠের গান গেয়ে সর্ব্ব প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আলোচ্য চিত্রখানিতে শ্রীবাসের পুত্র অনুর ভূমিকায় শ্রীমতী যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাতে আমাদের মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে সে "বাঙলার জ্যাকি কুগান" বলে পরিচিত হ'তে পারবে। "ঋণ-মুক্তিতে"ও তার মিঠে গলার গান দর্শকদের তৃপ্তি দেবে।

শৈলেন চট্টোপাধ্যায়

ইনি "সাবিত্রীতে" যমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে রসিক জনের মনোহরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বর্ত্তমান ছবিখানিতে যযাতির সেনাপতিরূপে নিজের পদমর্য্যাদা ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টার ত্রুটী করেন নি।

শ্রীমতী রাণীবালা

এই সুন্দরী অভিনেত্রীটি "সাবিত্রীর" সখিরূপে প্রথম পর্দ্দায় দেখা দেন।

"বিল্বমঙ্গলে" চিন্তামণির ভূমিকা গ্রহণ করে আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন করেন।

"ঋণ-মুক্তিতে" তাঁর একটি গান চিত্র-জগতে অমর হয়ে থাক্‌বে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীমতী বীণাপাণি

এই সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা ইষ্টইণ্ডিয়ার যমুনা পুলিনে চিত্রে দর্শকসাধারণের নিকট পরিচিতা হন।

আলোচ্য চিত্রে ইনি নিয়তির ভূমিকায় সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে অপূর্ব্ব সুধাধারা পরিবেশন করেছেন।

"নরমেধ-যজ্ঞের গান"

(১)

ভিক্ষুকের গান—

হায় পরাণ আমার কাঁদে
এমন দিনে হারায়েচি
আমার ঘরের চাঁদে ॥
তেমনি আজও পাড়ির পরে
আছড়ে পড়ে ঢেউ।
আমার বুকের পারি ভেঙ্গে নাবে
দেখে না ত কেউ!
আমার ব্যথার ব্যথি হারিয়ে গেছেরে
কোন সে বিধির বাদে ॥

গায়ক—যুগল পাল

(২)

নর্ত্তকীদের গান—

মুঞ্জরিত কুঞ্জবনে
মঞ্জুবীণা বাজছে মনে
পুঞ্জ ভ্রমর গুঞ্জরণে
লজ্জা সরম রইবে নাক।
ঘোমটা মুখে সইবে নাক
চঞ্চলিত অঞ্চলিকা
মত্ত-মলয় সমিরণে
আন বারুণী নাচ তরুণী
চন্দ্রহারের ছন্দতে
অন্তরে তোর নন্দিত কর
গন্ধরাজের গন্ধতে
দেখ্‌লে বঁধুর মধুর আঁখি
গায় যে বুকের-কোকিল পাখি
অধর-কুসুম ফুটবে মুহু
চুম্বনে বধু চুম্বনে—
আজ ক্ষণে ক্ষণে—!

রচনা—হেমেন্দ্রকুমার রায়
সমবেত সঙ্গীত

(৩)

বিলাসিনীর গান—

মোহন তারকা মোহন চন্দ্র
গায়ত পাপিয়া নটিনী তটনী
পবনে নবীন মুকুল গন্ধ—
জোছনা লেখে কি প্রেমের লিপিকা
প্রেমিক-বীণায় রণিছে দীপিকা
হৃদয় শুনিছে হৃদয়-গীতিকা
কি মধু যামিনী মাধুরী ছন্দ।

রচনা—হেমেন্দ্রকুমার রায়
গায়িকা—রাণীবালা

(৪)

শ্মশান-সঙ্গীত—

ক্ষণিকে আঁধার গগনে কালিমা লিপ্ত
দীপ্ত অশনি দৃপ্ত পুলকে ক্ষিপ্ত
রুদ্রের সাথী ঝঞ্ঝার জ্বালা
কণ্ঠে দোদুল কঙ্কাল-মালা
রক্ত-চিতায় মৃত্যুর ডালা
ভস্ম উড়িছে ভুবন অন্ধ
মরেছে তারকা মরেছে চন্দ্র—!

রচনা—হেমেন্দ্রকুমার রায়

(৫)

নর্ত্তকীর গান—

আছে প্রাণে ভরা কত শত আশা
সখা জীবন চাহে যে ভালবাসা।
জাগিবে নিতি চাঁদিনী রাতি
পরাব গলে মালিকা গাঁথি
হবে মিলন-লীলাতে কাঁদা হাসা ॥
ভোরের বাতাসে জাগিলে ধরা
হেরিবে কাননে কুসুম ঝরা
তখন যেওনা তুমি চলে

মোর ব্যাথিত পরাণ পায়ে দলে
মুছিয়া উষার রাঙ্গা-ভাষা ॥

রচনা—হেমেন্দ্রকুমার রায়
গায়িকা—প্রভা

(৬)

অনুর গান

সুষ্যি মামা সুষ্যি মামা ঘুমাও কোথা রাতে?
আজকে আমার সাধ হয়েছে (ও মামা) যাব
তোমার সাথে
রাঙ্গা মেঘের ভেলায় করে
যাবো যখন—ভাসবো জোরে—হাসবো জোরে
আকাশ গাঙ্গে পেরিয়ে গেলে ভয় না পাব তাতে

রচনা—হেমেন্দ্রকুমার রায়
গায়িকা—রাধারাণী

(৭)

নেপথ্য-সঙ্গীত—

তোমার আসার পথে আমার আঁখি
দেবে আঁকি
তৃষার আলিম্পন
আমার ব্যথার বুকে তোমার আমন্ত্রণ।

গায়ক—ধীরেন দাস

(৮)

অনু ও রাখাল বালকের গান

অ— প্রজাপতির মতন আমার থাক্‌লে
দুটো ডানা,
বো করে ভাই যেতাম কোথায়, নেইক
সেটা জানা
রা— মৌমাছি ভাই হতেম যদি
মধু খেতাম নিরবধি,—
দুজনে— মৌমাছি আর প্রজাপতির
নেইকো কিছু মানা—
অ— হতেম যদি চাঁদের মতন,
রা— আমি যদি হতেম তপন,
দুজনে—ফুর্ত্তিতে মন উঠত গেয়ে
তানা-নানা-নানা।

রচনা—হেমেন্দ্রকুমার রায়

(৯)

ভিক্ষুকের গান—

অকরুণ রাতি প্রভাত হইল
অতিথি দাঁড়ায়ে দুয়ারে
দ্বার খোল, ওগো দ্বার খোল
বিমুখ ক'রোনা তাহারে ॥
দাও ঢেলে দাও করুণার ধারা
কেঁদে কেঁদে দেখ গেছে আঁখি তারা
তারা তারা ক'রে আমি দিশেহারা
কোথায় পাব তারা সুধাই কারে ॥

গায়ক—যুগল পাল

(১০)

ভিক্ষুকের গান—

মারো, আবার মারো
আমার মাথা দাও নামিয়ে যতই নীচে পারো
মারবে যতই গায়ের জোরে,
ধন্য তত ক'রবে মোরে,
ব্যথায় আরও ডাকব তারে
বাসবো ভালো আরো।

রচনা—হেমেন্দ্রকুমার রায়
গায়ক—যুগল পাল

(১১)

নেপথ্য-সঙ্গীত—

জয় প্রজাপতি মহারাজ, জয় জয় হে!
তব গুণগীতি জাগে নিতি, ক্ষিতিময় হে!
জীবনের সুখ-তাপে
নিয়তির অভিশাপে
পুলকে ভূলোকে কর মধু সমুদয় হে!
মরণ যখন ডাকে
আশাহারা অভাগাকে,
ওগো মহাবীর, তুমি দাও বরাভয় হে!

রচনা—হেমেন্দ্রকুমার রায়
গায়ক—ধীরেন দাস

(১২)

নিয়তির গান—

এ পারে হারায় বালুকা বেলায়
যে নিধি, জাগে সে ও কুলে।
আজ অবেলায়; যে ফুল শুকায়,
ফোটে সে যে নব মুকুলে॥
মুছে ফেল আঁখি জল
রে অবুঝ রে পাগল॥

গায়িকা—বীণাপাণি

(১৩)

অনুর গান—

ঐ মরণের নদীর পারে
কে তুমি রয়েছ
রূপে আলো ক'রে
নিয়ে যেতে মোরে
আপন ঘরে।

গায়িকা—রাধারাণী

গাগরী—ভরণে

গায়িকা—হরিমতী

একা কাঁখে করি যমুনাতে জল পুরি
জলের ভিতরে শ্যামরায়।
ফুলের চূড়াটী মাথে মোহন মুরলী হাতে
ক্ষণে কানু জলে মিশে যায়।
আমার কানুর ছায়া জলে ভেসে হাসিয়া মেশে
কলঙ্কিনী চাঁদের মায়া যেন সই জলেতে হাসে
কতেক প্রকজ করি ধরিতে চাহিলাম হরি
ধীরি ধীরি কর বাড়াইয়া
করে কভু নাহি পায় ডুবিয়া ধরিতে যায়
অকাতরে জলে ঝাঁপ দিল।
(সখি ঝাঁপ দিল গো ;)
তখন ঢেউ তার হোল কাল হারাইলাম নন্দলাল
কাঁদিয়া ফিরিয়া এল ঘরে।

আসিতেছে ! আসিতেছে !!

ইউনিভার্সালের জঙ্গল সিরীয়ল !

১। জঙ্গল-মিষ্ট্রী

নিউথিয়েটার্সের বিজয়-বৈজয়ন্তী !

২। চণ্ডীদাস (বাংলা)

—তৎসহ—

ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের হাসির উৎস !

৩। মাস্‌তুতো ভাই

সাগর মুভিটোনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

৪। ফ্যানটম অব্‌ দি হিল্‌স

THE PIONEER PRINTING WORKS
Phone Cal. 4548.